সমকাল

তারিখ 20 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফ্যারেন্সের মাধ্যমে চবির সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন ■ পিএমও

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে পাশে চাই : প্রধানমন্ত্রী

■ সমকাল ডেস্ক

বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার একটি শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদমুক্ত দেশ গড়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে তিনি বলেন, এ দেশ হবে দক্ষিণ এশিয়ার শান্তিপূর্ণ দেশ। এখানে সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের কোনো স্থান হবে না। কাজেই সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি। গতকাল শনিবার গণভবন থেকে চট্টগ্রাম বিভাগের ১১ জেলার মানুষের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা বিএনপির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের কঠোর সমালোচনাও করেন। খবর : বাসস, ইউএনবি, বিডিনিউজ ও বাংলানিউজের। ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৭

শান্তি প্রতিষ্ঠায় সবাইকে পাশে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

প্রধানমন্ত্রী সকাল সাড়ে ১০টা থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবিরোধী ও উন্নয়ন নিয়ে কক্সবাজারের শুঁটকি ব্যবসায়ী ও লবণ চাষি, রাঙামাটির কাঠমিস্ত্রি, কুমিল্লার কৃষক, মৃৎশিল্পী, চাঁদপুরের সাংবাদিক ও লবণ চাষি এবং চট্টগ্রামের তথ্যপ্রযুক্তি উদ্যোক্তা, রিকশাচালক ও শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছরপূর্তি এবং জরিপ জাহাজ আরভি মিন সন্ধানীর কার্যক্রমও উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি চবির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে নিজের স্বাক্ষর সংবলিত ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন।

সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ মোকাবেলায় মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী, প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, সবাইকে সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে– এ পথ শান্তির নয়, নিরাপদ নয়। এ পথ কখনও মানুষের কল্যাণ বয়ে আনে না। তিনি বলেন, আমরা কল্যাণের পথে থাকতে চাই। নিজের নয়, জনগণের ভাগ্য গড়াই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করতে চাই। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, আপনাদের প্রতি আহ্বান থাকবে, সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাংলাদেশকে যেন শান্তিপূর্ণ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। কেউ যেন আর বিপথে না যায়, সেজন্য অভিভাবকদের সন্তানদের প্রতি লক্ষ্য রাখার আহ্বান জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, সবাই সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ নিলেই সন্ত্রাস দমনে আমরা যে সফলতা অর্জন করেছি, তাকে আরও এগিয়ে নেওয়া যাবে।

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে খালেদা জিয়াকে ফোন করে চায়ের আমন্ত্রণ জানানোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বললাম, আসেন নির্বাচন করি। তিনি আসলেন না; বর্জন করলেন। সরকারবিরোধী সহিংস কর্মসূচির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ৯২ দিন গুলশানের অফিসে বসে বিরিয়ানি এনে খেয়েছেন আর আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে মেরেছেন। শেখ হাসিনা প্রশ্ন রেখে বলেন, তিনি যদি নির্বাচনে না আসেন; তার খেসারত বাংলাদেশের জনগণ কেন দেবে? বাংলাদেশে সামরিক আইন জারি ও সন্ত্রাসবাদের নেপথ্য প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, সন্ত্রাসী ও খুনিদের পুরস্কৃত করেছে সামরিক স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি আরও বলেন, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর হত্যাকারীরা জনগণের ওপর নিপীড়ন ও সন্ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে এবং শাস্তির মুখোমুখি হওয়ার বদলে জিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় তারা পুরস্কৃত হয়।

শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন না হওয়া লজ্জার বিষয় : চবির ৫০ বছরপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের ৪৫ বছর হয়ে গেছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য, আমরা এখনও শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে পারেনি। এটা লজ্জার বিষয়। তিনি বলেন, শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে আমরা পারতাম যদি পঁচাত্তরে ১৫ আগস্টের মতো কালোদিন জাতির জীবনে না আসত। কারণ জাতির পিতাকে হত্যার পর থেকে বাংলাদেশে হত্যা আর খুনের রাজনীতি, অবৈধ ক্ষমতা দখল শুরু হয়।

শেখ হাসিনা বলেন, '৭৫-পরবর্তী সময়ে অবৈধ সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসে মেধাবী ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তাদের ব্যবহারের চেষ্টা করে। এর পর থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় অস্ত্রের ঝনঝনানি শুরু হয়।' ১৮ মিনিটের বক্তব্যে তিনি সরকারের নানা উদ্যোগের কথা তুলে ধরে বলেন, 'পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর ২১ বছর এদেশের মানুষ কষ্ট ভোগ করেছে। বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। একটি প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের মন্ত্রী বানানো হয়েছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর দেশের উন্নয়নে কাজ শুরু করে।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা বেকারত্বের অভিশাপ মুক্ত করে জাতিকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করতে চাই। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরি করছি। উচ্চশিক্ষিত জাতিই ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়তে পারে বলে মন্তব্য করেন শেখ হাসিনা।

আরভি মিন সন্ধানীর কার্যক্রম উদ্বোধন : এর আগে শেখ হাসিনা সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধানের জন্য আরভি মিন সন্ধানীর কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। চট্টগ্রাম থেকে ভিডিও কনফারেন্সে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী ছায়েদুল হক প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন। চলতি বছরের ৯ জুন আরভি মিন সন্ধানী মালয়েশিয়া থেকে বাংলাদেশে এসেছে। আগামী মাস থেকে জাহাজটি বঙ্গোপসাগরে জরিপ কাজ শুরু করবে।

অনুষ্ঠানে শেখ আরভি মিন সন্ধানীর প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে বলেন, জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে সমুদ্র আইন করেছিলেন। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা নির্দিষ্ট করে চুক্তিও করেন। আর ভারতের সঙ্গে সীমানা নির্দিষ্টকরণের বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেও তিনি সপরিবারে নিহত হলে তা থেমে যায়। ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যারা ক্ষমতায় এসেছিল তারা দেশের এসব সমস্যা সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

ভিডিও কনফারেন্স সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন) কবির বিন আনোয়ার। এ সময় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, রেলমন্ত্রী মুজিবুল হক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর এমপি, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. দীপু মনি এমপি ও এমএ লতিফ এমপি গণভবনে উপস্থিত ছিলেন।